OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 456 - 465
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 456 - 465
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

পশ্চিমবঙ্গে গাজন উৎসবের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য : লোকসংস্কৃতির বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ

বাপন মাজী
ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: bapanmaji925@gmail.com
0009-0002-5672-5281

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Gajan Festival, Regional Folk Traditions, Shiva-Centric Folk Rituals, Charak Rituals, Cultural Syncretism, Rural Bengal, Caste and Community Participation, Subaltern Religious Expression.

Abstract

Gajan is a unique religious and cultural festival celebrated mainly in rural parts of West Bengal, especially during the last week of the Bengali month Chaitra (March–April). It is deeply rooted in folk traditions and is closely associated with deities like Lord Shiva, Dharmathakur, and sometimes Harakali. The festival marks the symbolic marriage of these deities and is observed with intense devotion, physical austerity, and theatrical performances. Regional variations are seen in various parts of West Bengal on the Gajan festival.

Historically, Gajan evolved as a pre-harvest ritual in agrarian Bengal, aiming to invoke fertility and prosperity. It is mostly practiced by lower-caste communities, who express their spiritual connection through dramatic rituals, songs, and open-air performances. These performances often include mythological storytelling, symbolic pain endurance, and vibrant processions. Participants, known as sannyasis or bhaktas, dress in colourful costumes, paint their bodies, and enact scenes from folk epics and religious lore.

Gajan is not just a religious event— it's a living, breathing expression of Bengal's rural soul. It blends drama, music, dance, and ritual in a way that reflects the everyday life, beliefs, and struggles of rural people. The performances are spontaneous and community-driven, often taking place in village squares or temple courtyards. Through these enactments, Gajan preserves oral traditions and local histories that are rarely found in written texts.

The historical significance of Gajan lies in its role as a cultural bridge. It connects tribal, Hindu, and Vaishnavite practices, showing how diverse communities in Bengal have shared and reshaped religious expressions over time. Scholars have noted that Gajan reflects themes of sacrifice, social bonding, and resistance against rigid caste structures. It also serves as a space for negotiating gender roles and spiritual identities.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 456 - 465
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

In modern times, while urbanization and media have influenced folk traditions, Gajan continues to thrive in many districts like Bankura, Malda, south 24 parganas, and parts of Midnapore. It remains a living example of how folk theatre can carry forward historical memory, communal values, and artistic expression.

Discussion

বাংলায় প্রচলিত লোকউৎসবগুলির মধ্যে গাজন হল এক অতি জনপ্রিয় উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চৈত্র মাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত যে শিবোৎসব বা চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয় তাকেই 'গাজন' বলে। গাজন শব্দের বুৎপত্তি অর্থ কি এই নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। রামকমল সেন গাজন শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেন 'গাঁ-জন' অর্থাৎ গ্রাম জনের উৎসব। বিনয় ঘোষের মতে 'গর্জন' শব্দ থেকে 'গাজন' শব্দটির উৎপত্তি। হরিদাস পালিত এর মতে গাজনের আভিধানিক অর্থ 'শিবের উৎসব', সংস্কৃত 'গর্জন' (কোলাহল, সন্ন্যাসী ও ঢক্কাদি বাদ্যের কোলাহলে এই উৎসব সম্পাদিত হয় বলিয়া 'গাজন' নামে অভিহিত হয়) শব্দ হইতে 'গাজন' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে'।[i] ড.আশুতোষ ভট্টাচার্য এর মতে 'গাজন আসলে, আদিম সমাজের বর্ষাবোধন (Rain invoking) উৎসব'। গাজন উৎসবকে শিবের বিবাহ উৎসব রূপেই গ্রহণ করা হয় সর্বত্র। তিনি আরও বলেন যে, 'গর্জন' (শিবের বিবাহে বরানুগামীদের উল্লাস ও গর্জন) শব্দই এর মূলে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে উল্লেখ মেলে ''চৈত্র মাস্যথ মাঘেবা যোহর্চ্চয়েৎ শঙ্করব্রতী। করোতি নর্ত্তনং ভক্ত্যা বেত্রবানি দিবাশিনম্।। মাসং বাপ্যর্দ্ধমাসং বা দশ সপ্তদিনানি বা। দিনমানং যুগং সোহপি শিবলোক মহীয়তে''। এর অর্থ চৈত্রে কিংবা মাঘে এক-সাত দশ-পনেরো কিংবা তিরিশ দিন হাতে বেতের লাঠি নিয়ে শিবব্রতী হয়ে নৃত্য ইত্যাদি করলে মানুষের শিবলোক প্রাপ্ত হয়। পুরাণের এই উল্লেখ চড়ক কিংবা গাজন উৎসব রূপে পালিত হয়। তেমনই বাংলার মঙ্গলকাব্যেও গাজনের উল্লেখ মেলে। যেমন ধর্মমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ মেলে রানি রঞ্জাবতী ধর্মকে তুষ্ট করতে গাজন পালন করেছিলেন। হুতোম প্যাঁচার নকশা তেও গাজন এর উল্লেখ রয়েছে। নৃত্যবিদ শ্রীমণি বর্ধন 'বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য' গ্রন্থে 'গাজন' সম্পর্কে বলেছেন, 'গাজন উৎসব জনসাধারণের উৎসব। যে চড়ক গাছে পিঠফোঁড়েরা ঘোরে তাকে বলে 'গজারি'। যা কিনা শিবের অন্য নাম। আর 'চক্র' শব্দ থেকে এসেছে 'চড়ক' কথাটি। গজারির মাথায় চক্রাকারে ঘোরাই হোলো 'চড়ক'। শিব 'নীলকণ্ঠ' নামে পরিচিত। তাছাড়া শিবের আরেক নাম 'নীলার্ক'। তাই বাংলার এই গাজনকে বলে 'নীলপূজো'।[ii] আর মহিলারা করেন 'নীলের ব্রত'। গ্রামের সর্বজন এ উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে, ব্রাহ্মণ আধিপত্যবর্জিত হাড়ি, বাগদি, ডোম, ধীবর, তাঁতিদের মধ্যে থেকেই দেয়াসী অর্থাৎ পূজারি হয়।[iii] বাংলার লোকসংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবনায় 'গাজন' একটি অতি প্রাচীন ধারা। শুধু শিবকে কেন্দ্র করে নয়, গাজন উৎসব পালিত হয় ধর্মরাজকে কেন্দ্র করেও।[iv] বাংলায় শিব ও ধর্মরাজ ছাড়াও বলরাম, মনসা, ভগবতী, রতনমালা এবং শীতলা প্রভৃতি দেব-দেবীর গাজনের সন্ধান পাওয়া যায় (আমার এই রিসার্চ আর্টিক্যালটিতে শুধুমাত্র শিবের গাজন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)।

মানুষকে আধুনিকতা যতোই গ্রাস করুক না কেন, গ্রামবাংলায় আজও দেখা যায় গাজনের বৈচিত্রপূর্ণ ছবি। চৈত্রের শুরু থেকেই ধ্বনিত হয় 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে...'। গাজন উৎসবের মূলত তিনটি অংশ— ঘাট-সন্ন্যাস, নীলব্রত ও চড়ক। এই শিবের গাজনে একজন মূল সন্ন্যাসী বা ভক্তা থাকে। এই মূল সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যা অন্যান্য গাজন সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যাদের পরিচালিত করে। সন্ন্যাস পালন করার সময় গেরুয়া বা শ্বেত বস্ত্র ধারণ, হবিষ্যি গ্রহণ আবশ্যিক। আগে মূলত চৈত্রের প্রথম দিন থেকেই ভক্তরা সন্ন্যাস পালন করতেন। এখন কেউ চৈত্র সংক্রান্তির সাত দিন আগে, কেউ বা তিন দিন আগে থেকে কঠোর নিয়ম পালন করেন। এই সময়ে লোকশিল্পীরা গাজন উৎসবের জন্য নানারকম রঙ্গ-ব্যঙ্গ মূলক গান রচনা করে ও সুরদেয়। গাজনের পরের দিন পালিত হয় নীল পুজো। চৈত্রের শেষ দিনে উদ্‌যাপিত হয় চড়ক উৎসব। এই উৎসবেরও বেশ কিছু নিয়ম আছে। যেমন - চড়ক গাছটিকে শিবমন্দিরের কাছের কোনও পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়। সন্ন্যাসী সেটিকে তুলে আনেন গাজনতলায়। তার পরে চড়কগাছ পুজো করে তা চড়কতলায় পোঁতা হয়। এর পরে শুরু হয় মূল চড়কের অনুষ্ঠান।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 456 - 465
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গাজন উৎসবের সূচনা নিয়ে লোককথায় শোনা যায় নানা কাহিনি। শোনা যায়, বান রাজা ছিলেন শিবভক্ত।[v] তিনি শিবকে তুষ্ট করতে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে তপস্যা করেছিলেন। শিবভক্তির সেই সূত্র ধরেই চড়কের সন্ন্যাসীরা আজও বান ফোঁড়ান, নানা ধরনের ঝাঁপ দেন। গাজনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন। যেমন আগুনঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ, বঁটিঝাঁপ, ঝুলঝাঁপ, বানফোঁড়া, কপালফোঁড়া ইত্যাদি। সম্প্রদায় ভেদে কোথাও কোথাও কালাগ্নিরুদ্রের আরাধনাও করা হয়। চড়ক অনুষ্ঠানের নানান কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন এর জন্য ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে এক সময় এই প্রথাটিকেই অমানুষিক আখ্যা দিয়েছিল খ্রিস্টান মিশনারিরা। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৫-র মধ্যে ছোটলাট বিডন এই প্রথা রোধ করেছিলেন।[vi] পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার লোকসংকৃতিতে ও লোকঐতিহ্যধারায় শিবের 'গাজন' উৎসব এর প্রভাব কতখানি তা জেনে নেওয়া দরকার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার - বারুইপুর, বজবজ থানার বুইতা, ক্যানিং থানার রায়বাঘিনীতে, জয়নগর থানার খাকসাড়া,মজিলপুর, কুলপি থানার শ্যামসুন্দরপুর চক, উদয়রামপুর, এছাড়াও মথুরাপুর, সোনারপুর, মগরাহাট থানার বিভিন্ন অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন ও চড়ক অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ থানার গাঁড়াপোতা, গাইঘাটা থানার জলেশ্বর, বারাসাত থানার দেয়াড়া, দেগঙ্গা থানার সোহাই গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে 'শিবের গাজন' ও 'চড়ক' বেশ জনপ্রিয় লোকউৎসব।

এই শিবের গাজনই নামান্তর হয়ে মালদহে 'গম্ভীর' বা 'গম্ভীরা' এবং দিনাজপুরে 'গমীরা' নামে খ্যাত হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার হাটপাড়া, ভদ্রকালী গ্রামে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব বেশ জনপ্রিয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর, কুশমণ্ডী প্রভৃতি অঞ্চলে চৈত্র মাসে গমীরা উৎসব ও চড়ক অনুষ্ঠিত হয়। গম্ভীরা মালদহের লোক উৎসব। এই উৎসবে শিবের মহিমা প্রচার করে গান গাওয়া হয়। মালদার গাজোল, মানিকচক, হবিবপুর, বামনগোলা প্রভৃতি অঞ্চলে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে 'গম্ভীরা' উৎসব পালিত হয়। চার দিনের এই উৎসবে এক দিকে যেমন শিব আরাধনা হয় ঠিক তেমনই গানের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার কথা শিবকে জানানো হয়। এছাড়াও নদিয়া জেলার চাঁদের ঘাট, দোগাছিয়া অঞ্চল সমূহের পাশাপাশি কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলার লোকসংস্কৃতিতে ও লোকউৎসবে শিবের গাজন ও চড়ক এর প্রভাব অতীব তাৎপর্যপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গাজন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন লোকগীতি, লোকনৃত্য ও লোকনাট্য, আর এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করে অন্তজ শ্রেণির মানুষেরা।

লোকগীতি : গাজন উৎসবে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন প্রভৃতি।

ঢাকের গান : গাজন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নানান প্রান্তে শিবের লৌকিক আশ্রিত নানা ছড়া আবৃত্তি করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবে পয়লা চৈত্র থেকেই শুরু হয় বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিব-গৌরী, দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি সেজে শিব বিষয়ক গান গেয়ে ভিক্ষা করা। এরকমই একটি গান হলো ঢাকের গান। এই গানে ঢাক, ঢোল এবং কাঁশি হল প্রধান যন্ত্র। এই ঢাকের গানে রাধাকৃষ্ণ কথা, রামায়ণ কথা, ঐতিহাসিক ঘটনা, নানা পৌরাণিক কাহিনি প্রসঙ্গ গাওয়া হয়ে থাকে। শিবের গাজনে সন্ন্যাসীদের গাওয়া কিছু গান হল — প্রথমে বন্দিব দেব অনাদি চরণ দ্বিতীয়ায় বন্দিব আমি ব্রহ্মার পরম কারণ। তৃতীয়ায় বন্দিব বিষ্ণু নারদ সহিতে, চতুর্থে বন্দিয়ে গাব গঙ্গাধর মায়ে।

সাজলে গান : নদীয়া জেলায় গাজন উৎসবে সাজলে গান নামে এক লোকগীতি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ন্যাসীরা যখন বাড়ি বাড়ি মাগন করতে যায় তখন দু'জন শিল্পী এই গান করে থাকে। একজন শিল্পী গানের মাধ্যমে প্রশ্ন করে এবং অপরজন গানের মাধ্যমে তার জবাব দেয়। কলকাতার চেতলা বাজারে, হাওড়া জেলার বাগনানের কাজিভূঁঞড়া এবং মেদিনীপুর এর বিভিন্ন অঞ্চলে এই গানগুলোকে বলা হয় চাপান-চিতের গান। সন্ন্যাসীদের চলার পথে বহু মানুষ নানা ভাবে তাদের যাত্রা পথে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 456 - 465
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাধার সৃষ্টি করে। কেউ তাদের সামনে মড়ার অভিনয় করে, কেউ বাঁশ ফেলে দিয়ে চলার পথ আটকায়। তখন সন্ন্যাসীদের পক্ষ থেকে কাটান দেওয়া হয় নানাভাবে। যেমন -

চাপান -

"শুন শুন সন্ন্যাসীগণ বলি দশের কাছে।
কি দিয়ে পূজিব তোমার রাঙা চরণ।
আসতেছিলাম গাজন দেখতে কাজিভূঁঞড়াতে।
পথমাঝে দেখি আমি শিব-দুর্গাকে।
আমরা দেখে আশ্চর্য হলাম রইলাম দাঁড়িয়ে।
সবাই মিলে হরি হরি বল ওরা যাবে সরে।।

কাটান -

শুন শুন সন্ন্যাসীগণ বলি দশের কাছে।
কি দিয়ে পূজিব তোমার রাঙা চরণ।
আসতেছিলাম গাজন দেখতে কাজিভূঁঞড়াতে।
পথমাঝে দেখি আমি শিব-দুর্গাকে।
আমরা দেখে আশ্চর্য হলাম রইলাম দাঁড়িয়ে।
সবাই মিলে হরি হরি বল ওরা যাবে সরে।।
এই পর্যন্ত হলাম ক্ষান্ত রাধাকান্ত শরী।
বদন ভরে সবাই মিলে বল হরি হরি॥"[vii]

সারি গান : মালদহের গম্ভীরা উৎসবে দেখতে পাওয়া যায় সারি গান, যা নানান বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। গম্ভীরা গানে শিবের কাছে অভিযোগ পেশ করা হয় পণপ্রথার কুফল সম্বন্ধে, ম্যালেরিয়া-কলেরার প্রাদুর্ভাব কিংবা সমাজে অর্থকৌলীন্যের কুফল নিয়ে। তাই গম্ভীরা হয়ে ওঠে সমগ্র সমাজের গান। একটি ময়ূরপঙ্খী বজরাতে বা বড় নৌকাতে ঘুরে ঘুরে প্রচুর শিল্পীরা একসাথে এই গান পরিবেশন করে থাকে। শিল্পীরা নানান সাজ সজ্জায় সজ্জিত হয়। একটি ভ্যান রিকশাকে সাজানো হয় বজরার মতো করে। এর উপর রাখা হয় হারমোনিয়াম, তবলা, ঢোলক প্রভৃতি। শিল্পীরা পাশে দাঁড়িয়ে গান গাইতে থাকে এবং ভ্যান চালক ভ্যান চালাতে থাকে। এইভাবে তারা গ্রাম পরিক্রমা করে। নৌকার গান বা সারি গানে ভাটিয়ালি সুর ধরা পড়ে। এই সুরের মধ্যে দিয়েই নৌকা বা বজরার ভেসে যাওয়া অনুমিত হয়। গানগুলি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। নৌকার গানের মাধ্যমেই সমাজের বহু গণ্য-মান্য ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কেচ্ছা কেলেঙ্কারির কথা মানুষ জানতে পারে। তাই নৌকার গান বা সারি গান বহু মানুষের কাছেই একটা আতঙ্ক, একটা ভয়।[viii] আবার বহু মানুষের কাছে তা খুব মজার, কারণ এই সুযোগে তাদের বহু অজানাকে জেনে নেবার সুযোগ করে দেয়।

জামডালি গান : পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে গাজন উপলক্ষে গাওয়া এক গান হল 'জামডালি'গান। লোকসংস্কৃতিবিদ বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি-র মতে, -

> " 'জামডালি' শব্দটি এসেছে জামডাল থেকে। নেত্রনালার কাদা মেখে জামগাছের ডাল হাতে নিয়ে শিবের অনুচর প্রমথের অনুরূপ ভূত-নাচ - এই গানের আনুষঙ্গিক অঙ্গ। তাই গানের নাম জামডালি।"[ix]

সাধারণত গাজনে কামিনা-ঘট উত্তোলনের পরবর্তী শোভাযাত্রায়, মেলের আগের দিন 'যাত্রা-ঘট' উত্তোলন ও গ্রাম পরিক্রমার সময়, মেলের দিন সতীর শব বহনের পরিক্রমায়, পাটের দিন হাকও স্নান ও অর্ঘ্য নিবেদনের পর পাটে ওঠার পূর্বে এই গান পরিবেশিত হয়। জামডালি গানগুলি মূলত মৌখিক, স্মৃতি নির্ভর, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 456 - 465
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লিখিত রূপ পাওয়া গিয়েছে। এই গান এর বিশেষত্ব হলো এই গান অনেক সময় গায়কদের দ্বারা তাৎক্ষণিক রচিত হয়।গানের সঙ্গত দেওয়ার জন্য ঢাক, ঢোল, চড়চড়ি, সানাই ইত্যাদি লৌকিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। গান পরিবেশনের সময় বেত হাতে নিয়ে ভক্তাদের নৃত্যে যোগদান করতে দেখা গেছে। এই সমবেত নৃত্য বৃত্তাকারে পরিবেশিত। বৃত্তের মধ্যস্থলে থাকেন গায়ক ও বাদ্যকাররা। তাঁদেরকে কেন্দ্রে রেখে একমুখীভাবে চক্রাকারে আবর্তন করা হয়। নৃত্যের ভঙ্গিমা সহজ, সরল, স্বতঃস্ফূর্ত এবং লৌকিক। এই গান এর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জীবনের নানান দিক ফুটে ওঠে।[x]

লোকনৃত্য : গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ করা যায় বৈচিত্রময় লোকনৃত্য। এই লোকনৃত্যে অংশগ্রহণ করে সাধারণত গ্রামের অন্তজশ্রেণির মানুষেরা। গাজন উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে শিব ও পার্বতীর বেশে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় যা হর-পার্বতী নৃত্য নামে পরিচিত।

ভক্ত্যানাচ : গাজন উৎসবের একটি অতিপরিচিত লোকনৃত্য হল ভক্ত্যানাচ। গাজনে যারা ভক্ত্যা হয় তাদের দল শিবমন্দির সংলগ্ন পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে ঠাকুরের নামে ধ্বনি দিয়ে নাচ করতে থাকে। সাধারণ মানুষও এই নাচে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও দেখা যায় ঢাকি নাচ। যেখানে ঢাকিরা ময়ূরের পালক কিংবা মোরগের পালক কিংবা রঙিন কাপড় দিয়ে জড়ানো ঢাকে বোল তোলে ও বোলের তালে নাচতে থাকে। এছাড়াও দেখা যায় বাঁনফোড়া নাচের মতো কঠিন ঝুঁকিপূর্ণ নাচ, যেখানে ভক্তরা তাদের দেহের মধ্যে বান বা লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে তার প্রান্তদ্বয়ে আগুন জ্বালিয়ে ঢাকের তালে নাচ করে। এই নাচ সমবেত ও একক দুই-ই হয়।

কালিকাপাতারি নাচ : শিবকেন্দ্রিক উৎসব গাজনকে কেন্দ্র করে কালী নাচ বা কালিকাপাতারি নাচ দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন অঞ্চলে। কালী নাচের জন্য কোথাও কোথাও শিল্পীরা কালীর মুখোশ ব্যবহার করে আবার কোথাও কোথাও কালীর সাজে সজ্জিত হয়। উত্তরবঙ্গে শিল্পীরা মুখোশ ব্যবহার করে, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বর্ধমান, হাওড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন রাজ্য ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যাতেও শিল্পীরা মুখে রং ব্যবহার করে কালীর রূপ ধারণ করে থাকে। কালীনাচের সময় শিল্পীরা একহাতে খঙ্গ ও অপর হাতে কখনও ছিন্ন মুণ্ড আবার কখনও খালি হাতে ঢাকের বাজনার সঙ্গে নাচ করে থাকে।

হাজরা নাচ : এছাড়াও কাটোয়া অঞ্চলের বল্লভপুর এর শিবের গাজনে হাজরা নাচ দেখতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিনকে বলে 'হাজরা'। 'হাজরা' কথার অর্থ হল হাজির হওয়া ও পান ভোজন করা। এই অঞ্চলের মানুষ পুরাতন ঐতিহ্য ও বিশ্বাস অনুযায়ী চৈত্রসংক্রান্তির আগের দিনে ঢাক বাজনা সহকারে শিব থাকুরের অনুগামী ভূত-প্রেত-পিশাচ পেত্নীদের ভুরিভোজ এর জন্য নিমন্ত্রন করে এবং তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ঢাকের বাজনা শুনে ভূত-প্রেতরা নিমন্ত্রন রক্ষা করতে আসে। এই দিনে এই অঞ্চলের কিছু মানুষ হাতে রাম দা ও নর করোটি নিয়ে নাচ করতে করতে শ্মশানে আসে এবং সেখানেও নাচ করে, যা হাজরা নাচ নামে পরিচিত।[xi]

কাপ নাচ : গাজন উৎসবের এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত এক অতিপরিচিত লোকনৃত্য হল পুরুলিয়ার 'কাপ নাচ'। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গায় যা সঙ নামে পরিচিত। পণপ্রথা, সতীন সমস্যা, ভোটরঙ্গ, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের প্রতি ছেলে-বৌ-দের অত্যাচার, রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে নানান ব্যাঙ্গাত্মক ঘটনা তুলে ধরা হয় জন সমক্ষে। এই সমস্ত বিষয়গুলি গাজন উৎসবে পরিবেশিত হয় পশ্চিমবঙ্গের নানান প্রান্তে। বাজনার তালে তালে এই নাচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ছৌ নাচ : গাজন উৎসবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে পরিবেশিত হয় 'ছৌ নাচ'। কথিত রয়েছে যে এই ছৌ নাচ' এর উৎপত্তি শিবের গাজন উৎসবে ভক্ত্যাদের কাপধাঁপের মাধ্যমে। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, ঝাড়খণ্ডের সেরাইকেল্লা এবং পশ্চিমবঙ্গের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 456 - 465
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে এই নাচের সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও অঞ্চলভেদে 'ছৌ নাচ' এর নৃত্য শৈলীর ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। মেদিনীপুরে বর্তমানে যে ছৌ নাচ হয় তাতে পুরুলিয়া থেকে আনা মুখোশ ব্যবহার করা। পশ্চিমবঙ্গের পার্শবর্তী রাজ্য হলো ঝাড়খণ্ড। সেখানেও গাজন উৎসবে ছৌ নাচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেখানে পাতলা কাগজ মণ্ড দিয়ে তৈরি করা সুন্দর সুন্দর মুখোশ। পুরুলিয়াতে কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি করা হয় সুন্দর সুন্দর মুখোশ এবং এদেরকে সজ্জিত করা হয় জরি, চুমকি প্রভৃতি দ্বারা। সূত্রধরেরা এই মুখোশ তৈরী করে থাকে। শিবের গাজন উপলক্ষে ছৌ নাচ অনুষ্ঠানের বাদ্যযন্ত্র হিসাবে থাকে হারমোনিয়াম, সিনথেসাইজার, ঢোল, সানাই, ধামসা, বিউগল, কর্নেট প্রভৃতি। এই নাচ শুরু হয় গণেশ বন্দনা দিয়ে। ছৌ নাচ একসময় রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিবেশিত হত। রাজতন্ত্রের অবসানে বর্তমানে এই নাচ এসে পৌঁছেছে লোকজীবনের শিকড়ে। ছৌ নাচ মাহাত, কুর্মী, মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। পুরুলিয়ার এই নাচে বীর রস-ই প্রধান। শিকার নাচ, কিরাত-কিরাতিনী, মহিষাসুরমর্দিনী প্রভৃতি ছৌ নাচের মূল বিষয়।[xii] এই নাচে দেখা যায় অঙ্গসৌষ্ঠব, অঙ্গ বিক্ষেপ, তাণ্ডব ও লাস্যের মিলন। নাচের মধ্যে প্রকাশ পায় বলিষ্ঠ লোকজীবনের নানা আঙ্গিক। গাজন উৎসব ও ছৌ নাচ প্রসঙ্গে ড. সুধীর করণ যে মত ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে শিব ও কামিন্যার মিলনের কথা বলা হয়েছে - "গাজন উৎসবের শেষ তিনটি দিনে গাজনের মুখ্য উৎসব। এই শেষ তিনটি দিনে শিবের সঙ্গে কামিনীর মিলন সংঘটিত হয় বলেই সাধারণের ধারণ...।"

লোকনাট্য : গাজন উৎসব এর অন্যতম অঙ্গ হল লোকনাট্য। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের নানান প্রান্তে পরিবেশিত হয় লোকনাট্য।

সঙ : গাজন উৎসবে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ ধরণের লোকনাট্য হল সঙ। সঙ নাটকীয় ভাবপ্রকাশের সবচেয়ে বড়ো সহজ ও সর্বজনীন মাধ্যম। শিব-দুর্গা থেকে শুরু করে সামাজিক ব্যাঙ্গ মূলক ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলিকে ভিত্তি করে নানান কৌতুককর সঙ-এর পথ পরিক্রমা ও অর্থসংগ্রহ এই উৎসবের বিশিষ্ট অঙ্গ। সঙ মূলত গাজন তথা চড়ক পূজারই অনুষ্ঠান। গাজনের শোভাযাত্রায় শিব-দুর্গা ও তাঁদের পার্শ্বচর হিসাবে স্বীকৃত চরিত্রগুলো উপস্থিত করা হয় শিবের গাজনে। কারণ শিব হল লৌকিক দেবতা। উনিশ শতকে কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে সঙ বের হত। কলকাতার বিভিন্ন সঙ দলের মধ্যে জেলেপাড়ার সঙ সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বছরের নির্দিষ্ট দিনে আহিরিটোলা, কাঁসারিপাড়া, জেলেপাড়া, বেনেপাড়া, হাঁড়িপাড়া, যুগিপাড়া থেকে সঙ বের হত। তাদের গানে যেমন ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ ছিল, তেমনি রসাত্মক পরিবেশনাও ছিল উল্লেখযোগ্য। এমনকি ইংরেজ শাসকদের বিরাগভাজন হওয়ায় কিছু স্থানে এই মিছিল নিষিদ্ধও হয়েছিল। জেলেপাড়ার সঙ হাসির গান গেয়ে সবাইকে আনন্দ দিত, পাশাপাশি সমাজের অনাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে সচেতন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ছোট ছোট ছেলেরা কৃষ্ণ, বলরাম, রাখাল সেজে মেলার চারিদিকে ঘুরে বেড়াত। চৈত্রমাসে গাজনের অনুষ্ঠানে আজও পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া ও মালদহ জেলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী সঙ সেজে নাচ-গানের আয়োজন করে। শিল্পীরা রাধাকৃষ্ণ, শিবকালী এবং বিভিন্ন রূপে নারী ও পুরুষের চরিত্রে নৃত্য পরিবেশন করে। মূল সুরে একজন বা দু'জন গান ধরেন, বাকিরা দোয়ারকি করেন। গানের সময় নাচের মুদ্রা ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য সময় যন্ত্রানুষঙ্গে বিশেষ ভঙ্গিতে নাচ পরিবেশন করা হয়। চড়ক সংক্রান্তি প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'তাই প্রগাঢ় রসবিৎ হিন্দুগণ আজ চৈত্র সংক্রান্তির দিন সংসারের সঙ বাহির করিয়া থাকেন। এ যে কেবল সং-এর খেলা, এ যে কেবল ব্যঙ্গ, কেবল বিদ্রূপ, নিয়তির সহিত কেবল উপহাস, সেইটুকু বুঝাইবার জন্য আজ সংক্রান্তির সঙ সাজানো হয়। দেখ দেখ ঐ অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল-স্বরূপ চড়ক-দণ্ডের-চক্রের উপর বাঁধিয়া কত লোক ঘুরিতেছে'। সঙের দলের বেশিরভাগ মানুষই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। তাদের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত নয় বরং বলা যেতে পারে সামান্য লেখাপড়া জানা মানুষ। তবু তারা তাদের সাধ্যমতো দৃঢ়তার সঙ্গে সঙের মাধ্যমে প্রতিবাদ, রসাত্মক ও ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভরা গান রচনা করত।[xiii]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 456 - 465
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গাজন পালা : পালা গান হল প্রাচীন বাঙালির সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি বিশেষ উপাদান। এটি সাধারণত লোকসঙ্গীত হিসেবে পরিচিত, যেখানে গানের মধ্যে গল্প বা কাহিনীর বর্ণনা করা হয়। গাজন উৎসব উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার, বাসন্তী, জয়নগর, ক্যানিং এবং হাওড়ার বেশ কিছু জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় গাজন পালা। পালাগুলি বেশিরভাগই হয়ে থাকে পৌরাণিক, তবে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক পালাও রচিত হচ্ছে। এরা নিজেরাই পালা রচনা করে থাকে। পালায় সুরারোপ করে গ্রামীণ সুরকাররাই। গ্রামের বিভিন্ন পূজাস্থানে, আখড়ায় তারা দিবারাত্রি এই পালা বা গান গেয়ে বেড়ায়। এক একটি দলে দশ-পনেরো জন শিল্পী থাকে। পালা এক ঘণ্টার মতো হয়। একসঙ্গে দু-তিনটি পালা তৈরি করে নিয়ে তারা বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরিবেশন করে থাকে। এখানে পুরুষরাই মহিলা চরিত্রে অভিনয় করে। গাজন পালার দলগুলোর নাম প্রায়ই যাত্রাদলের নামকরণের মতো অদ্ভুত ও আকর্ষণীয় হয়, যেমন 'সত্যনারায়ণ গাজন দল' বা 'লক্ষ্মীনারায়ণ গাজন দল'। চৈত্র সংক্রান্তির তিনদিন আগে থেকে গ্রামের আটচালায় গাজন পালা শুরু হয়, যেখানে বিভিন্ন আটচালায় তাদের অভিনয় প্রদর্শন করে। পালার শুরুতে বন্দনা পরিবেশিত হয়, যেখানে শিব, দুর্গা, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী বা শিক্ষাগুরুর গুণগান করা হয়। বন্দনা শেষে রঙ্গ-ব্যঙ্গ পর্ব শুরু হয়, যেখানে ছোট ছোট কাহিনি গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। পালায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বড় ও ছোট ঢোল, ঢাক, খোল, ঝাঁঝর, ঝুমঝুমি, করতাল (বিভিন্ন আকারের), সানাই, আড়বাঁশি, হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, ইলেকট্রনিক কী বোর্ড, মাউথ অর্গান অন্তর্ভুক্ত। সাজপোশাক সাধারণত সাদা ধুতি ও মালকোঁচা দিয়ে পরা হয়, গায়ে সাদা গেঞ্জি থাকে, এবং কোমরে লাল গামছা বা লাল শালু বাঁধা হয়। কিশোর ও যুবকরা পালার চরিত্র অনুযায়ী রূপসজ্জা ও সাজপোশাক করে, এবং চরিত্রানুযায়ী উপকরণ হাতে ও দেহে ধারণ করে।

শিবায়ন গান : শিবের গাজন উপলক্ষ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় শিবায়ন গান। শিবায়ন গান বলতে সাধারণত শিবের উদ্দেশ্যে গাওয়া ভক্তিমূলক গান বা পালা বা স্তোত্রকে বোঝায়, যার দ্বারা শিবের মহিমা, শক্তি, এবং বিভিন্ন গুণাবলী প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই ধরনের গানগুলি হিন্দু ধর্মের শিব উপাসকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। শিবায়ন গানে শিবের তাণ্ডব নৃত্য, তার শান্তিপূর্ণ রূপ, এবং তার অসীম শক্তির বর্ণনা করা হয়।

বোলান : চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক লোকানুষ্ঠান হল বোলান। বোলান সম্পর্কে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন – "ধর্মঠাকুরের ও শিবের গাজন উৎসবে মূল সন্ন্যাসী গাঁয়ের পথে পথে ঘুরিয়া যে তর্জা-ছড়া বলিত তাহার বিশিষ্ট নাম বোলান"। গাজন বা চড়ক উৎসবে গাওয়া বোলান গান থেকেই বোলান লোকনাট্যের উদ্ভব। তাই বোলান হল আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য। পূর্বে চৈত্রমাসের শেষ তিন দিন বোলান অনুষ্ঠিত হত। চৈত্রমাসের প্রথম থেকেই বোলানের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে গাজন শেষ হয়ে যাবার পরেও বৈশাখ এমনকি জ্যৈষ্ঠমাসেও বোলান পরিবেশিত হয়। এখন অবশ্য বছরের অন্যান্য সময়েও বিভিন্ন উপলক্ষে বোলান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।বোলান তাৎক্ষনিক বা মৌলিক রচনা নয়। এটা আগে থেকেই লিখিত রূপে থাকে। যিনি লেখেন তিনি কবেল বা ছড়াদার কিংবা বইদার নামে পরিচিত। গান, সংলাপ ইত্যাদি ধরিয়ে দেন যিনি তাকে বলে প্রম্পটার। সুরকারকে বলা হয় মাস্টার। পরিচালককে ম্যানেজার বলা হয়। নারী-বেশী পুরুষকে বলা হয় ছুকরি। বোলানের নিজস্ব কোনও সুর নেই। সুরকার বিভিন্ন লৌকিক সুর যেমন নেন আবার জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের সুরকেও প্রয়োজনে গ্রহণ করে থাকেন।

বোলান মূলত পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলায় দেখতে পাওয়া যায়। ব্যঙ্গে-কৌতুক, নৃত্য-গীত, পাঁচালি-অভিনয় প্রভৃতি ফুটে ওঠে এই বোলান গান এর মধ্য দিয়ে। বোলানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল এর অভিনয়ধর্মিতা, নৃত্যপ্রবণতা ও গীতিময়তা। লোক বিনোদনের এই তিনটি প্রধান মাধ্যমকে অবলম্বন করে রাঢ় বঙ্গের বোলান ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে স্থানীয় লোকাচার। সম্ভবত বাংলার জনমানসে এই ধারণাই প্রচলিত আছে যে শিবঠাকুর কৌতুকপ্রিয় ও নৃত্যপ্রিয়। তাই এই সকল নৃত্য-গীত-কৌতুককেন্দ্রিক রঙ্গ দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করা হয়। বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে বোলান গানের নানা নাম ও রূপভেদ দেখা যায়। সাধারণভাবে বোলানের চারটি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 456 - 465
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আঙ্গিক দেখা যায়।পোড়ো বোলান, ডাক বোলান, সাঁওতেলে বোলান ও পালাবন্দি বোলান। এছাড়াও বোলানের অন্যান্য ভাগও দেখা যায়।

গম্ভীরা : মালদহের গম্ভীরা উৎসবে অনুষ্ঠিত হয় মুখোশ নৃত্যনাট্য ও রঙ্গ-বেঙ্গাত্মক নৃত্য গীতাভিনয়। এই উৎসব চলে চারদিন ধরে। এই উৎসবের তৃতীয় দিনে ভক্ত্যারা ভূত, পেত্নী, বাজিকর প্রভৃতির সাজে সজ্জিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে হনুমান নাচ, ভূত, প্রেত, রাম–লক্ষণ, শিব–দুর্গা, কালী, ঘোড়া নাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের মুখোশ নৃত্যে প্রধানত চামুন্ডা, কালী, উগ্রচন্ডা, গৃধিনী বিশাল, নরসিংহ প্রভৃতি মুখোশ দেখা যায়। এই মুখোশগুলি একক নৃত্যে ব্যবহৃত হয়। গম্ভীরা নাট্যগীতির দ্বারা প্রশ্ন- উত্তরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা তুলে ধরা হয়।

সাধারণত, গ্রামের গম্ভীরা ঘরের সামনে উন্মুক্ত স্থানে চাঁদোয়া কিংবা পলিথিন বা ত্রিপলের আচ্ছাদন টাঙিয়ে মণ্ডপ তৈরি হয়, মণ্ডপের একটু দূরে থাকে সাজঘর।[xiv] মণ্ডপে গোলাকার হয়ে মাটিতে দর্শক বসে। দর্শকের মাঝের গোলাকার অংশে বাদ্যযন্ত্রীরা বসেন এবং সেখানেই অভিনয় সংঘটিত হয়। বাদ্যযন্ত্রীরাই বেশিরভাগ সময় দোহারের ভূমিকা পালন করে থাকেন। পূর্বে গম্ভীরায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে শুধুমাত্র ঢোল আর কাঁসি ব্যবহার করা হত। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, বাঁশি মন্দিরা ইত্যাদি।[xv] গম্ভীরা পালাগানে কয়েকটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। ১. মুখপাদ ২. বন্দনা ৩. ডুয়েট বা দ্বৈতগান বা চারইয়ারী ৪. পালাবন্দী গান ৫. খবর বা রিপোর্ট।

১) মুখপাদ : মুখপাদ আসলে চরিত্রগুলি পরিচয়পর্ব। গম্ভীরা পালার শুরুতেই একটি চরিত্র আসরে এসে গান গেয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে।

২) বন্দনা : এই অংশে আসরে শিবের আগমন ঘটে। হাতে ত্রিশূল, গায়ে বাঘছাল, মাথায় জটা। এই শিবই হলেন সরকার। শিবের সঙ্গে সাধারণ দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি রূপেও কয়েকটি চরিত্র আসরে উপস্থিত হয়। দারিদ্র্য-পীড়িত বোঝানোর জন্য তারা গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, পরনে ধুতি, মাথায় আর হাতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বা দড়ি বেঁধে রাখে। শিববন্দনা করে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা, দেশ ও দশের সমস্যার কথা শিবের সামনে তুলে ধরে। শুরু হয় উভয়পক্ষের উক্তি-প্রত্যুক্তি। কিছুক্ষণ কথা বলার পর সমস্যাগুলির প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে শিব অন্তর্হিত হন।

৩) ডুয়েট বা দ্বৈতগান বা চারইয়ারী : এই পর্যায়ে একজন নারী ও একজন পুরুষ সংলাপ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করে। এই পর্যায়েই চারইয়ারের অর্থাৎ চারবন্ধুর উপস্থাপনায় রঙ্গতামাশা পরিবেশিত হয় যা 'চারাইয়ারী' নামে পরিচিত। দ্বৈতগান বা চারইয়ারী অংশে সঙ্গীতের চেয়ে কাহিনী চরিত্রগুলির সংলাপ, এবং অভিনয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৪) পালাবন্দী গান : একসময়ে আঞ্চলিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলিই কাহিনীতে স্থান পেত। গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি কিংক নেতিবাচক কাজের সমালোচনা, ব্যক্তিগত কেচ্ছা গম্ভীরার বিষয় হয়ে উঠত। প্রকাশ্যে যে কাজের সমালোচনা করা অসম্ভব গম্ভীরার আশ্রয়ে রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে তা উপস্থাপন করা এই ছিল গম্ভীরার উদ্দেশ্য। পরবর্তী ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ গণ্ডী ছেড়ে গম্ভীরা হয়ে উঠল বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক ও প্রশাসনিক বিষয়বস্তুর সচেতন প্রকাশ ৭সমালোচনা-ক্ষেত্র। ডয়েট যেমন দুজন, চারাইযাবীতে চারজন পাত্র-পাত্রী থাকে, তেমনই পালাবন্দী গম্ভীবায় চারের বেশিও চরিত্র থাকতে পারে। এখানে একজন জনগাথ প্রতিনিধি রূপে উচিত বক্তা থাকেন। তিনি দল-মত-ধর্ম-নিরপেক্ষ জনগণের সমস্যার কথা উত্থাপন করেন। সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের মধ্য দিয়ে গম্ভীরার পালাবন্দী গান শেষ হয়।

৫) খবর বা রিপোর্ট : এটি গম্ভীরার শেষ পর্যায়। দুটি চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তির নব দিয়ে বিগত একবছরের আঞ্চলিক খবরাখবর প্রকাশিত হয়। বলা যায় এটি একজাইয় বাৎসরিক পর্যালোচনা।[xvi] আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য অনুযায়ী -

> "অনুষ্ঠানটি প্রকৃতপকে কৃষকদের গ্রাম্য জীবনে সারাবছরের আঞ্চলিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর একট পর্যালোচনা। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় বলে গম্ভীরা একটি আনুষ্ঠানিক লোকনাটা। নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশীয়দের মধ্যে গম্ভীরার ব্যাপক প্রচলন থাকলেও পৌণ্ড্রক - ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি-প্রাচীনকালে তো বটেই, আজও গষ্টর উৎসব পূজা, গীত-নৃত্যাদিতে পৌণ্ড্রক বা পৌণ্ড্রকক্ষত্রিয়গণের উৎসাহাধিক্য পরিলক্ষিত হয়।"[xvii]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 456 - 465
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আলকাপ : মুর্শিদাবাদ ও সন্নিহিত জেলাসমূহের বিবর্তমান জনপ্রিয় লোকনাট্য হল আলকাপ, যার উদ্ভব মূলত শিবের গাজনকে কেন্দ্র করে। আলকাপের স্রষ্টা বা জনকরূপে আলকাপের শিল্পীমহলে বোনাকানার নাম উল্লেখযোগ্য। আলকাপের উদ্ভব সম্পর্কে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছেন –

> "অভিজ্ঞতায় জেনেছিলাম, আলকাপের উৎস অন্যত্র। এই নাট্যরীতি গ্রাম-সমাজের বহুকাল ধরে যৌথ সৃষ্টি। উৎসমুখ যদি কোথাও থাকে, তা চৈত্র সংক্রান্তির গাজন অনুষ্ঠানে- যার দেবতা শিব। আদি আলকাপে শিবের ছড়া গাওয়া অনিবার্য অনুষ্ঠান ছিল। আদি আলকাপেরই একটি শাখা গম্ভীরা। এখনও এই দেবতা তার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু আলকাপের মূল স্রোত কালক্রমে দেবতাটিকে পেছনে রেখে এগিয়ে যায়।"[xviii]

দলে দু'জন নাচিয়ে ছোকরা থাকে। আর থাকে যন্ত্রশিল্পীরা-হারমোনিয়ামবাদক, তবলাবাদক। চার জনের মতো দোহারকি থাকে। এখানের সকলকেই প্রয়োজনে অভিনেতা হতে হয়। চারপাশে দর্শক এবং মাঝখানে আসর-এভাবেই লোকালয় থেকে ফাঁকা মাঠে আলকাপ অনুষ্ঠিত হয়। বর্গাকৃতি বা বৃত্তাকার দশ-বারো ফুট জায়গার উপর অভিনয়স্থান নির্দিষ্ট হয়।[xix] সচরাচর দুটি দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার রীতি রয়েছে যা পাল্লার আসর নামে পরিচিত। একদলের অনুষ্ঠান চলে মোটামুটি ঘণ্টা তিনেক। তারপর অন্যদল অনুষ্ঠান শুরু করে, এভাবেই ক্রমে অনুষ্ঠান চলতে থাকে। প্রথমে শিল্পীরা আসরে এসে বসেন। তারপর যন্ত্রসঙ্গীত বাজানোর মধ্য দিয়ে আলকাপের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর দেবদেবী, দলের দীক্ষাগুরু, দলের পরবর্তী ওস্তাদ এবং বর্তমান ওস্তাদের নামে শিল্পীরা জয়ধ্বনি দেন। জয়ধ্বনি শেষ হলে কিছুক্ষণের জন্য পুনরায় যন্ত্রসঙ্গীত বেজে ওঠে। এরপর শুরু হয় আসর বন্দনা। দেবদেবীর বন্দনা গানের মাধ্যমে আশীর্বাদ কামনা করেন শিল্পীরা।

বন্দনা পর্ব শেষ হলে শুরু হয় বৈঠকী গান। এই পর্যায়ে বিভিন্ন লোকসঙ্গীত, সিনেমার চটুল হিন্দী বা বাংলা গান গাওয়া হয়। কখনও কখনও মৌলিক কথা ও সুরে দলের ছোকরা নৃত্যসহ গান করে। বন্দনা অংশে শিবকে বন্দনা করার পাশাপাশি সমাজের সমস্যার কথা বলে শিবকে দোষী করা হয়। এরপর শুরু হয় কাপ বা সঙ। সংদার বা সঙালের সঙ্গে ছোকরাদের নানা কথোপকথনে এবং নৃত্যের মাধ্যমে রঙ্গ-রসিকতা চলতে থাকে। বৈঠকী গান শেষ হলে ওস্তাদ এসে সমকালীন দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তাৎক্ষণিক ছড়া বেঁধে কবিয়ালের মতো পয়ারছন্দে ছড়া গেয়ে যান। এবার অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ 'পালা' শুরু হয়। সাধারণত, এই পালা আধঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত চলে। আলকাপের কোনও লিখিত স্ক্রিপ্ট থাকে না। ফলে সংলাপ মুখস্থ করার দায়ও শিল্পীর থাকে না। কাহিনীটা তাদের জানা থাকে। কিন্তু শিল্পীরা উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সংলাপ তৈরি করে তাৎক্ষণিক। দর্শকের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যক্ষ সংযোগে শিল্পীরা লোকনাট্যকে নৃত্য-গীত, অভিনয় দিয়ে রঙ্গব্যঙ্গে মাতিয়ে তোলে।

শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে আমরা মূলত দুটি ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই, একদিকে রয়েছে কঠোর আচার অনুষ্ঠান, নানান কৃচ্ছ সাধন এর মতো ক্রিয়া, আর অন্য দিকে রয়েছে বিনোদনমূলক লোকগীতি, লোকনৃত, লোকনাট্য ও মেলা। এই সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতিক ঐতিহ্য কালেরধারায় বহমান হয়ে চলে আসছে। যদিও লোকগীতি, লোকনৃত্য, লোকনাট্য শুধুমাত্র বিনোদনের উপায় নয়, তা লোকসমাজের জীবনের প্রতিফলন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অন্যায়-অবিচার, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জীবন্ত দলিল। সমাজের অনেক অজানা ঘটনা বা তথ্যকে জানতে পারে মানুষ। লোকনাট্য লোকসাংবাদিকতার কাজও করে। লোকনাট্যের মাধ্যমে সমসাময়িক ঘটনাগুলিও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায় সহজে। লোকসমাজের একঘেয়েমি জীবনে এই লোকনাট্য, লোক নৃত্য ও লোকগীতি সাধারণ মানুষের মনে এনে দেয় বৈচিত্রময় সুবাতাস। যদিও আধুনিকতার ছোঁয়ায় পুরাতন সংস্কৃতিক ঐতিহ্য এর ক্রমবিলুপ্তি ঘটছে। বর্তমানে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হলেও কৃচ্ছ সাধন এর পরিমান কমছে। লোকগীতি, লোকনৃত্য ও লোকনাট্য এর পরিসরও ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। যদিও এখানে রয়েছে আর্থিক কারণ। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি গাজন উৎসব উপলক্ষে যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয় তাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে অন্তজ শ্রেণীর মানুষ। গাজন উৎসব এর লোকগীতি, লোকনৃত্য ও লোকনাট্য গ্রামের অন্তজ শ্রেণীর মানুষ দের দ্বারা পরিচালিত হয়, আর এই সমস্ত মানুষ আর্থিক দিক থেকেও স্বচ্ছল নয় ফলে, এই সমস্ত অনুষ্ঠান এর সাথে যুক্ত থাকলেও তাদের আর্থিক সংকট আর দূর হয় না, ফলে তারা বিকল্প জীবিকা বেছে নেয়। যদিও এই সমস্ত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 54
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 456 - 465
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকার শিল্পীদের আর্থিক ভাবে কিছুটা সাহায্য করছে। মানুষকে আধুনিকতা ও নগরায়ণ গ্রাস করলেও মানুষ তার প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে বর্জন করেনি, তাই এখনো পশ্চিমবঙ্গের নানান প্রান্তে সাড়ম্বরে পালিত হয় শিবের গাজন ও এই উপলক্ষে লোকনৃত্য, লোকগীতি ও লোকনাট্য। লোকসমাজ এর অস্তিত্ব যতদিন থাকবে লোকসংস্কৃতির অস্তিত্বও থাকতে বাধ্য। তাই গাজন থাকলে গম্ভীরা থাকবে। থাকবে বোলান আর আলকাপ।

Reference:

i. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, বাংলা শব্দকোষ, খণ্ড ১, ৮ম সংস্করণ, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১১, পৃ. ৭৮৫
ii. পতি, ভাস্করব্রত, ‘বাঙলার চড়ক গাজন আসলে শিবের বিয়ের উৎসব’, midnapore.in https://www.midnapore.in/article/Bengals-Charak-Gajan-is-actually-Lord-Shivas-wedding-festival.html
iii. অধিকারী, ড. মনোজিত, গাজন, কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ১৭
iv. ভট্টাচার্য, ড. হংসনারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, খণ্ড ২, প্রথম সংস্করণ, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬০, পৃ. ৭৪
v. মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ, সম্পাদনা, উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ‘উনিশ শতকের বাংলায় চড়ক পূজা’, ১৯৭১, পৃ. ৭৪
vi. মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৮৩
vii. অধিকারী, পৃ. ১৪৯
viii. সেনগুপ্ত, পল্লব, “সারি গান,” বাংলার লোকসংগীত, সম্পাদনা: অমর পাল ও দুলাল চৌধুরী, পাঁচালী প্রকাশন, ১৯৪৮, পৃ. ১২৮
ix. মাইতি, বঙ্কিমচন্দ্র, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি, বিদিশা প্রকাশনী, বৈশাখ ১৩৯৭, পৃ. ১৫৯
x. মাইতি, পূর্বাশা, ‘দাঁতনের লোক ঐতিহ্যধারায় গাজন উৎসব ও জামডালি গান— একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান’, ভট্টর কলেজ, জার্নাল অব মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ, খণ্ড ১১, সংখ্যা ১, ২০২৩
xi. অধিকারী, পৃ. ১৫২
xii. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, ‘সাঁওতালি লোকনাট্য প্রসঙ্গে দু-চার কথা’, সুধা প্রধান স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা : মালিনী ভট্টাচার্য, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১৪৪
xiii. অধিকারী, পৃ. ১৫৯
xiv. ঘোষ, প্রদ্যোত, লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮২, পৃ. ৪
xv. পালিত, হরিদাস, আদ্যের গম্ভীরা, কৃষ্ণচরণ সরকার প্রেস, মালদহ, ১৯১৩, পৃ. ৬–৭
xvi. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮২, পৃ. ১৩১–১৩২
xvii. ঘোষ, প্রদ্যোত, ‘গ্রামীণ লোকনাটক : গম্ভীরা’, বাংলা গ্রামীণ লোকনাটক, সম্পাদনা : শ্রীসনৎ কুমার মিত্র, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ৬২
xviii. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, ‘আলকাপ নাট্যরীতি এবং থার্ড থিয়েটার’, মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৮
xix. সিরাজ, পৃ. ৪৯